কালিমায়ে তাইয়েবা

আসিফ আলী ইমামী

“মক্তবে সাকলাইন” এর লক্ষ

মক্তবে সাকালাইন এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের শিয়া মুসলিম সমাজকে কুরআন ও আহলুল বাইত (আ.) এর প্রকৃত শিক্ষা অনুযায়ী শক্তিশালী করা এবং সত্যের আলোকে দীক্ষিত করা। আমরা এমন একটি জ্ঞানভিত্তিক পরিবেশ তৈরি করতে চাই যেখানে আহলে বাইতের (আ.) মহান আদর্শ প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণ করা হবে। আমাদের প্রধান লক্ষ্যসমূহ হলো—

✅ আহকাম ও ফিকহ প্রচার: শিয়া ইসলামের সঠিক মাসআলা-মাসায়েল (আহকাম) এবং ইসলামী বিধিবিধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান।
✅ দোয়া ও ইবাদতের শিক্ষা: আহলুল বাইতের (আ.) শিক্ষা অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ দোয়া, আমল ও ইবাদতের প্রচার ও অনুশীলনকে সহজতর করা।
✅ সঠিক আকিদা প্রচার: শিয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে যেকোনো অপপ্রচার ও ভুল ব্যাখ্যার যৌক্তিক ও তথ্যভিত্তিক জবাব প্রদান।
✅ অথেন্টিক হাদিসগ্রন্থের অনুবাদ: শিয়া ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ হাদিসগ্রন্থসমূহ বাংলায় অনুবাদ করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

✅ তরুণ সমাজকে আলোকিত করা:
নবপ্রজন্মের কাছে আহলুল বাইতের (আ.) শিক্ষা ও আদর্শ পৌঁছে দিয়ে নৈতিকতা ও মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গড়ে তোলা।

আমাদের এই মহৎ উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে আপনাদের দুয়া ও সমর্থন প্রয়োজন। আসুন, আমরা সবাই মিলে কুরআন ও আহলুল বাইতের (আ.) নিখুঁত শিক্ষার আলোকে একটি জ্ঞানসমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তুলি।
📖 মক্তবে সাকালাইন – সত্য ও জ্ঞানের পথে আপনার সঙ্গী!

আমি যখন পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম, তখন আমি একটি আয়াতের সম্মুখীন হই যেখানে "কালিমা তাইয়্যিবা" (কল্যাণকর ও পবিত্র বাক্য) শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা এর অর্থ করেছেন **"পবিত্র ও উত্তম শব্দ"**।

📖 আল কুরআন:

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّـٰلِحُ يَرْفَعُهُ

“যে কেউ সম্মান ও মর্যাদা কামনা করে, সে যেন জানে যে, সমস্ত সম্মান ও মর্যাদা একমাত্র আল্লাহর জন্য। সমস্ত পবিত্র ও উত্তম বাক্য (কালিমা তাইয়্যিবা) আল্লাহর দরবারে উঠে যায় এবং তিনি সৎকর্মকে সমুন্নত করেন।” 📚 **(সূরা ফাতির, আয়াত ১০)**

ফারমান আলী সাহেব তার টীকাতে উল্লেখ করেছেন যে, সমস্ত পবিত্র ও কল্যাণকর বাক্য (কালিমা তাইয়্যিবা) আল্লাহর নিকট উঠে যায় এবং তিনি সেগুলোকে গ্রহণ করেন। তবে তিনি এর অতিরিক্ত কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করেননি।
এটি থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, প্রত্যেকটি পবিত্র, কল্যাণকর এবং বিশুদ্ধ বাক্য, যা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় হিসেবে কাজ করে, তা "কালিমা তাইয়্যিবা"-এর অন্তর্ভুক্ত।

➤ "কালিমা তাইয়্যিবা" হলো প্রতিটি পবিত্র, কল্যাণকর ও সত্যবাদী বাক্য, যা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম।
➤ এই পবিত্র বাক্যসমূহ আল্লাহর দরবারে উচ্চে উঠে এবং তিনি তা কবুল করেন।
➤ সৎকর্ম (আমালুস সালিহ) এই উত্তম বাক্যকে আরও সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন করে।

"কালিমা তাইয়্যিবা" (পবিত্র ও কল্যাণকর বাক্য) একটি ব্যাপক অর্থবহ পরিভাষা, তবে আমরা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনা করে সেই নির্দিষ্ট পবিত্র বাক্যগুলো খুঁজে পেতে পারি, যেগুলো আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) পছন্দ করেন।

যদি আমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে চাই এবং আমাদের সৎকর্মকে সম্মানিত করতে চাই, তাহলে আমাদের উচিত আমাদের সমাজ, আলোচনাসভা এবং কথোপকথনে এই "কালিমা তাইয়্যিবা" ব্যবহার করা। তাই চলুন, আমরা এই অনুসন্ধান শুরু করি।

📖 সূরা আল-হামদ (সূরা ফাতিহা), আয়াত ৬-৭:
আমরা এই সূরার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সরল পথের দিশা চেয়ে প্রার্থনা করি। এটি সেই পথ যা আল্লাহর মনোনীত ও সৎকর্মশীল বান্দাগণ গ্রহণ করেছেন এবং যাদের প্রতি আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন।

আল্লাহ আমাদের চিন্তা করতে বলেছেন:

📖 আল কুরআন:

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓا۟ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُوا۟ فِى سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অনুসন্ধান কর, আর তাঁর পথে চেষ্টা-সাধনা কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।” 📚 (সূরা মায়িদা, আয়াত ৩৫)

এখানে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাঁর মুমিন বান্দাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তারা তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অনুসন্ধান করে।
এটি সূরা আল-হামদের সাথে সম্পর্কিত:
📌 আমরা যদি এই নির্দেশনাকে সূরা আল-হামদের আয়াতের সাথে মিলিয়ে দেখি, তাহলে বুঝতে পারি যে, আল্লাহর মনোনীত ও ঈমানদার বান্দাদের গ্রহণ করা পথই সরল পথ।
📌 অতএব, যদি আমরা আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করি, তাহলে আমরা নিশ্চিত থাকতে পারি যে, আমরা সঠিক পথে রয়েছি এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারবো।

কিন্তু যদি আমরা ভুল পথপ্রদর্শককে গ্রহণ করি?
এ ক্ষেত্রে আমরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়তে পারি এবং আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরে যেতে পারি। তাই আমাদের উচিত সঠিক অভিভাবক (গার্ডিয়ান) বেছে নেওয়া, যাতে আমরা আল্লাহর পথে অবিচল থাকতে পারি এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারি।

📖 আল কুরআন:

“আর যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য অভিভাবক গ্রহণ করেছে এবং বলে, ‘আমরা তাদের ইবাদত কেবল এই কারণে করি যে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছে দেবে।’ নিশ্চয়ই, যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের মধ্যে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন। নিশ্চয়ই, আল্লাহ মিথ্যাবাদী ও অকৃতজ্ঞদের সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে দেন না।”
📚 (সূরা আয-জুমার, আয়াত ৩)

তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা:

📌 সূরা মায়িদার ৩৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আমাদের তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য যথাযথ উপায় খুঁজে নিতে বলেছেন।

📌 কিন্তু সূরা আয-জুমারের ৩ নম্বর আয়াতে তিনি আমাদের সতর্ক করে বলেছেন যে, নিজের ইচ্ছামতো অভিভাবক বা মধ্যস্থতাকারী গ্রহণ করা ভুল হতে পারে, কারণ এতে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
📌 যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা যায়, আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়ও তিনিই নির্ধারণ করেন। তিনি আমাদের এই অধিকার দেননি যে, আমরা নিজেদের ইচ্ছেমতো অভিভাবক নির্বাচন করবো। কারণ এতে আমরা পথভ্রষ্ট হতে পারি।

এই সত্য আরও স্পষ্ট হয় নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা:

📖 আল কুরআন:

“আর তোমার রব যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং (যাকে ইচ্ছা) মনোনীত করেন, আর এটি মানুষের ইখতিয়ারের মধ্যে নেই।”📚 (সূরা আল-কাসাস, আয়াত ৬৮)
📌 এই আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কাকে পথপ্রদর্শক বা অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করা হবে, তা নির্ধারণের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। মানুষ এ বিষয়ে স্বাধীন নয়।
📌 সুতরাং, আল্লাহর মনোনীত অভিভাবকদের অনুসরণ করলেই আমরা প্রকৃতপক্ষে সঠিক পথে থাকতে পারবো এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারবো।

📖 আল্লাহ মনোনীত মুমিনদের আমাদের অভিভাবক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং কেবল তাদের মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারি।

👉 তাই আমাদের করণীয় হলো এই অভিভাবকদের খুঁজে বের করা এবং চিহ্নিত করা, যদি আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর নৈকট্যে থাকতে চাই।

📌 ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, যদি আমরা আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত অভিভাবকদের অভিভাবকত্বে বিশ্বাস করি, তাহলে আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারবো।

📌 তাদের চরিত্র ও গুণাবলী আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হওয়া উচিত।

তাদের স্মরণে আমাদের আলোচনাসভা সজ্জিত করা "কালিমা তাইয়্যিবা" এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

📌 কিন্তু যদি আমরা ভুল অভিভাবক গ্রহণ করি, তাহলে আমরা আল্লাহর নৈকট্য থেকে বিচ্যুত হয়ে লাঞ্ছনা ও শাস্তির দিকে ধাবিত হতে পারি।

📌 এই সিদ্ধান্তকে আরও সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করা হবে আমাদের নিবন্ধনের পরবর্তী অংশে।

এদিকে, আমরা আরও কুরআনের আয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করবো, যাতে আল্লাহর নির্ধারিত অভিভাবকত্বের বিষয়টি ভালোভাবে বোঝা যায়।

গাদীরে খুম-এর ঘটনার সময় অবতীর্ণ একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত:
📖 আল কুরআন:
“হে রাসূল! আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা পৌঁছে দিন। যদি আপনি তা না করেন, তবে (জানবেন) আপনি তাঁর কোনো বার্তাই পৌঁছাননি। আপনি চিন্তিত হবেন না, আল্লাহ আপনাকে মানুষদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই, আল্লাহ অবিশ্বাসী জাতিকে সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছতে দেন না।”
📚 (সূরা মায়িদা, আয়াত ৬৭)

📌 এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে,
আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) রাসূল (সা.)-কে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পৌঁছে দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন, যা ইসলামি অভিভাবকত্বের সাথে সম্পর্কিত।
📌 আল্লাহ নিজেই তাঁর মনোনীত অভিভাবকদের নির্ধারণ করেছেন এবং আমাদের দায়িত্ব হলো তাদের অনুসরণ করা, যাতে আমরা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারি।

উপরোল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর, পবিত্র নবী (সা.) গাদীরে খুমে হাজীদের সামনে হযরত আলী (আ.)-কে উঠিয়ে ধরে ঘোষণা করেন:

من كنت مولاه فهذا علي مولاه.

(যার আমি মাওলা, তার জন্য আলীও মাওলা)।
👉 এই ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) হযরত আলী (আ.)-কে নবী (সা.)-এর উত্তরসূরি এবং উম্মাহর 'ওলি' (অভিভাবক) হিসেবে মনোনীত করেন।
📚 উৎস:

- দুররে মনসুর (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯৮, মিশর)
- তাফসির ফাতহুল কাদীর (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬০, মিশর)
- তাফসির ফাতহুল বায়ুন (খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৮৯, মিশর)
- তাফসির মাজহারী (খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৫৩, দারুল ইশআত, করাচি)
- সাওয়াইক মুহরিকা (পৃষ্ঠা ৪০ ও ১২০)
- সুনানে তিরমিজি (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯৮)
- এবং আরও অনেক গ্রন্থ।

📌 উল্লেখযোগ্য বিষয়:
👉 উপরোক্ত আয়াত গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, এটি নিম্নোক্ত বাক্য দিয়ে শেষ হয়েছে:
📖 "আল্লাহ অবিশ্বাসীদের পথ প্রদর্শন করেন না।" (সূরা মায়িদা, আয়াত ৬৭)
📌 অন্যদিকে, সূরা যুমার (৩য় আয়াত) নিম্নোক্ত বাক্যে শেষ হয়েছে:
📖 "আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে সঠিক পথ দেখান না, যে মিথ্যাবাদী ও অকৃতজ্ঞ।"
📌 এই দুই আয়াতের বিশ্লেষণ করলে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় তা হলো:
👉 যে ব্যক্তি “যার আমি মাওলা, তার জন্য আলীও মাওলা” এই ঘোষণাকে অস্বীকার করে, সে অবিশ্বাসী।
👉 একজন বিশ্বাসী হওয়ার জন্য তাকে অবশ্যই হযরত আলী (আ.)-এর অভিভাবকত্ব মেনে নিতে হবে।
👉 কিন্তু যদি কেউ ইমাম আলী (আ.)-এর পরিবর্তে অন্য কাউকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, তবে সে মিথ্যাবাদী এবং অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি, যা পবিত্র কুরআনের আয়াত অনুযায়ী প্রমাণিত।

👉 গাদীরে খুমে ইমাম আলী (আ.)-এর নেতৃত্ব ঘোষণা করার পর, নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়:
📖 "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পসন্দ করলাম।"
📚 (সূরা মায়িদা, আয়াত ৩)
🔹 আবু সাঈদ আল-খুদরী বর্ণনা করেছেন যে, এই আয়াত গাদীরে খুমের দিনে অবতীর্ণ হয়, যখন পবিত্র নবী (সা.) ঘোষণা করেন যে, 'যার আমি নেতা, তার নেতা আলী (আ.)'।
🔹 আবু হুরায়রা-ও এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন যে, এই আয়াত জিলহজ মাসের ১৮ তারিখে অবতীর্ণ হয়, যখন নবী (সা.) তাঁর শেষ হজ (হুজ্জাতুল বিদা) থেকে ফিরে আসেন।
📚 উৎস:
🔸 দুররে মনসুর – জালালুদ্দিন সুয়ূতী (খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৯)
🔸 তাফসির ইবনে কাসির (খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৪)
🔸 তারিখ আল-খতিব আল-বাগদাদি (খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২৯০, ৫৯৬)
🔸 ইয়ানাবি আল-মাওয়াদ্দাহ – আবু হুরায়রার বর্ণনায়, আল-কুদুজী আল-হানাফী।

পবিত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:
“আল্লাহ মহান, যিনি ধর্মকে পূর্ণতা দান করেছেন, তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন এবং আমার রাসূলত্ব ও আমার পরে আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)-এর অভিভাবকত্বে সন্তুষ্ট হয়েছেন।”
(সূত্র: তিরমিজি, নিসায়ী, হাকিম নিশাপুরি, আহমদ ইবনে হাম্বল, তাবারি)

👉 কলিমা তায়্যিবা (পবিত্র বাক্য) হল সেটি, যা আমাদের সম্মান বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)-র নৈকট্য দান করে। ইমাম আলী (আ.)-এর অভিভাবকত্ব (বেলায়রত) স্বীকার করার মাধ্যমে ধর্ম পূর্ণতা লাভ করে এবং আল্লাহ আমাদের উপর সীমাহীন অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। ইমাম আলী (আ.)-এর অভিভাবকত্বে বিশ্বাস রাখা আমাদের জন্য অপরিহার্য, যাতে আমরা প্রকৃত মুমিন ও আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা থাকতে পারি। সুতরাং, মৌলা আলীর (আ.) অভিভাবকত্ব স্বীকার করাই হলো কলিমা তায়্যিবা, যা আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে।

আমাদের উপরোক্ত সিদ্ধান্তকে আরও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিম্নলিখিত আয়াত দেখা যাক। তবে তার আগে, সূরা যুমার-এর ৩ নম্বর আয়াত স্মরণ করা যাক, যা পূর্ববর্তী অংশে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাদের অপছন্দ করেন, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অভিভাবক (wali) বানিয়ে নেয় এবং মনে করে যে, তারা তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছে দেবে। সুতরাং, আল্লাহ চান না যে, বিশ্বাসীরা তাঁর ব্যতীত অন্য কাউকে অভিভাবক মনে করুক। এই বিষয়টি মাথায় রেখে নিম্নলিখিত আয়াতসমূহ দেখা যাক:
সূরা মায়েদা, আয়াত ৫৫-৫৬:
“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের অভিভাবক (ওলী) তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তারা, যারা ঈমান এনেছে—যারা নামাজ কায়েম করে এবং রুকুর অবস্থায় যাকাত দেয়।
আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং উক্ত ঈমানদারদেরকে তার অভিভাবক (ওলী) হিসেবে গ্রহণ করে, সে নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর দলভুক্ত; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহর দলই সফলকাম।”
(সূরা মায়েদা, আয়াত ৫৫-৫৬)

(অনুবাদ: শাইখ শামসুল হক, মারেফুল কুরআন এবং অন্যান্য তাফসির ভিত্তিক ভাষান্তর অনুযায়ী)

এই আয়াত অনুযায়ী, মুসলমানদের উপর তিনজন "ওলী" (অভিভাবক/সংরক্ষক) রয়েছেন। তারা হলেন –

আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)

পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

সেই মুমিন, যে রুকু অবস্থায় দরিদ্রদের জন্য যাকাত প্রদান করে

এই আয়াতে উল্লেখিত মুমিন ব্যক্তি হলেন আমীরুল মুমিনীন – মৌলা আলী (আঃ), যিনি রুকুর মধ্যে থাকাকালীন এক অভাবীকে তার আংটি দান করেছিলেন। (সূত্র: ইমাম নাসায়ী, সহীহ-এ-নাসায়ী; আল-জামআ বাইন-উস-সিহাহ-উস-সিত্তাহ, সালাবি)

সূরা যুমার-এর আয়াতে, আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, তিনি অপছন্দ করেন তাদের, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে এবং মনে করে যে, তারা তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছাবে।

কিন্তু উপরোল্লিখিত আয়াতে (সূরা মায়েদা, আয়াত ৫৫-৫৬), আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) নিজেই আমাদের জন্য মনোনীত অভিভাবকদের ঘোষণা করেছেন। তারা হলেন—

✅ আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)
✅ পবিত্র নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম)
✅ মাওলা আলী আলাইহিস সালাম
তাদের অভিভাবকত্বকে (বেলায়েত) গ্রহণ করাই আমাদের জন্য "আল্লাহর বিজয়ী দলের" সদস্য হওয়ার পাসপোর্টস্বরূপ। আর এই দলই সর্বদা বিজয়ী হয়। প্রতিটি বিশ্বাসীর চূড়ান্ত লক্ষ্য হল এই সম্মান অর্জন করা।

অতএব, আমাদের পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত এখানেও প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আলী (আঃ)-এর অভিভাবকত্ব (বেলায়েত)-কে স্বীকার করা কলিমা তায়্যিবার একটি অংশ, যা আমাদেরকে অপরাজেয় আল্লাহর দলের অন্তর্ভুক্ত করে এবং সম্মানিত করে।
পবিত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইমাম আলী (আ.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—
“হে আলী! আমি সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি, যার হাতে আমার জীবন রয়েছে, নিশ্চয়ই জান্নাতের দরজায় লেখা রয়েছে:
‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আলী ইবনে আবি তালিব নবীর ভাই।’
এই কলিমা বিশ্ব সৃষ্টির দুই হাজার বছর পূর্বে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।”

antordristiralo.blogspot.com

সূত্র:

- মুতি গুলাম রাসূল (সমকালীন হানাফি আলেম) ‘হাসাব আওর নাসাব’ (প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৬) গ্রন্থে এই হাদিসটি জাবির (রা.)-এর সূত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন।
- অন্যান্য সূত্র:
  - মানাকিব আলী ইবনে আবি তালিব, পৃষ্ঠা ৯১
  - হিলায়াত আল-আউলিয়া, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৫৬
  - তারীখে বাগদাদ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩৮৭
  - মীযান আল-ইতিদাল, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৫৭
  - জাখায়ের আল-উকবা, পৃষ্ঠা ৬৬
  - মাজমাউল-জাওয়ায়েদ, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ১১১
  - তাজকিরাতুল খাওয়াস আল-উম্মাহ, পৃষ্ঠা ২৬
  - কানয আল-উম্মাল, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৬

নবী (সা.)-এর আরও কিছু হাদিস, যা ইমাম আলী (আ.)-এর পথ অনুসরণ করতে নির্দেশ দেয় এবং তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করে:

✅ "তোমাদের মজলিসগুলোকে আলী (আ.)-এর আলোচনা দ্বারা অলংকৃত করো।"

📖 সূত্র:

- মুস্তাদরাক আল-সহিহাইন (আল-হাকিম আন-নিশাবুরি), খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০৯

- মুসনাদ আহমদ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩৬৮; খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪১৯
- আল-খাসায়েস (আন-নাসায়ী), পৃষ্ঠা ৯
- ইবনে আল-মাঘাজেলি, পৃষ্ঠা ১৬
- আল-মানাকিব (আখতাব খাওয়ারিজম), পৃষ্ঠা ৯৪
- তারীখে বাগদাদ (আল-খাতিব আল-বাগদাদি), খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ২৯০
- ইয়ানাবি আল-মাওয়াদ্দাহ

✅ "আলী (আ.) মুত্তাকীদের ইমাম, মুমিনদের আমীর এবং নূরানী পথপ্রদর্শক।"

📖 সূত্র:

- মুস্তাদরাক আল-সহিহাইন (আল-হাকিম আন-নিশাবুরি), খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১২৯
- কানয আল-উম্মাল, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৫৩

✅ হযরত উমর (রা.)-এর উক্তি ইমাম আলী (আ.) সম্পর্কে:

"জেনে রাখো! কোনো সম্মান প্রকৃত শ্রেষ্ঠতার অবস্থানে পৌঁছাতে পারে না, যদি না সে আলীকে (ওলী) অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে।"

📖 সূত্র:

- সাওয়াইক আল-মুহরিকা, পৃষ্ঠা ১৭৬ (মিশর থেকে প্রকাশিত

প্রস্তাবনা অংশে আমরা পূর্বে সূরা ফাতিরের একটি আয়াত আলোচনা করেছি, এবার আবার সেই আয়াতের প্রতি মনোযোগ দিই এবং এই প্রবন্ধের উপসংহার টানি।

📖 সূরা ফাতির, আয়াত ১০:

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّـٰلِحُ يَرْفَعُهُ

◆ “যে কেউ সম্মান কামনা করে, সে যেন স্মরণ রাখে যে সমস্ত সম্মান একমাত্র আল্লাহরই। সমস্ত পবিত্র ও কল্যাণকর বাক্য (কলিমা তায়্যিবা) আল্লাহর কাছে ওঠে, আর সৎকর্মগুলোকেও তিনি উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেন।”

✅ এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা সম্মান লাভ করতে চায়, তারা যেন মনে রাখে যে, প্রকৃত সম্মান একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে। তিনি যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন এবং তাঁর অনুগ্রহ দান করেন। বিশুদ্ধ ও পবিত্র বাক্য (কলিমা তায়্যিবা) আল্লাহর নিকট পৌঁছায়, এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ নেক আমলকে উন্নীত করেন।

📖 সূরা আল-বাকারা, আয়াত ৩৭:

فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَـٰتٌ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

🔹 "তারপর আদম (আ.) তার রবের পক্ষ থেকে কিছু বাক্য (কলিমা) গ্রহণ করল, ফলে আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করলেন। নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"

✅ যখন হযরত আদম (আ.) ভুল করেছিলেন এবং অনুতপ্ত হয়েছিলেন, তখন আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন। উপরের আয়াতে বলা হয়েছে যে, আদম (আ.) তার রবের কাছ থেকে কিছু কলিমা গ্রহণ করেছিলেন, যার ফলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। নিঃসন্দেহে, আল্লাহই বারবার তওবা কবুলকারী এবং পরম দয়ালু।

➡️ এই আয়াতগুলি প্রমাণ করে যে, কলিমা তায়্যিবা শুধুমাত্র পবিত্র বাক্যই নয়, বরং এটি মানুষের জন্য মর্যাদা ও ক্ষমার একটি মাধ্যম। আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে হলে আমাদের উচিত বিশুদ্ধ বাক্য বলা এবং নেক আমল করা, কারণ আল্লাহ এগুলোকেই উন্নীত করেন।

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, হযরত আদম (আ.) আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)-এর নিকট থেকে কিছু "কলিমাত" (বাক্য) গ্রহণ করার পর, আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া প্রদর্শন করলেন। ফলে, আদম (আ.) আল্লাহর রহমতের দ্বারা সম্মানিত হলেন এবং এই কলিমাতের বরকতে তাঁর তওবা কবুল করা হলো। তাহলে, এই "কলিমাত" কী ছিল?

🔹 তাফসীরকারীরা ও ইসলামী বিদ্বানগণ একমত যে, এই কলিমাত ছিল পঞ্চতন পাক (আ.)-এর পবিত্র নামসমূহ:

➡️ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম),
➡️ ইমাম আলী (আ.),
➡️ বিবি ফাতিমা (সা.),
➡️ ইমাম হাসান (আ.),
➡️ ইমাম হুসাইন (আ.)

📖 (সূত্র: দুররে মানসুর, সুয়ুতি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬)
✅ আহলুল বাইতের (আ.) স্মরণের কারণেই আদম (আ.)-এর ভুল ক্ষমা করা হয়েছিল এবং আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাঁর অপরিসীম রহমতের দ্বারা তাঁর প্রতি মনোযোগ দিলেন।

✅ আহলুল বাইতের (আ.) স্মরণের কারণেই আদম (আ.)-এর ভুল ক্ষমা করা হয়েছিল এবং আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তাঁর অপরিসীম রহমতের দ্বারা তাঁর প্রতি মনোযোগ দিলেন।

আমরা, আদম (আ.)-এর সন্তান এবং আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশীরা, এটি মনে রাখা উচিত এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত। কারণ, আহলুল বাইতের (আ.) স্মরণ (যিকর) করা কলিমা তাইয়্যিবার অন্যতম প্রধান অংশ।

📖 বিশিষ্ট ইসলামী পণ্ডিত আবু নাইম ইস্পাহানি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "হিলায়াত আল আওলিয়া" (খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭)-তে সাহাবি আবু বুরদা (রা.)-এর সূত্রে একটি হাদিস লিপিবদ্ধ করেছেন:

🔹 “নিঃসন্দেহে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আমার সাথে আলী (আ.) সম্পর্কে একটি অঙ্গীকার করেছেন। আমি আমার রবকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘তা কী?’

🔸 আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বললেন, ‘শোনো’। আমি বললাম, ‘আমি শুনছি।’

🔹 নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বললেন:

- "আলী হিদায়াতের পতাকা, সন্তদের ইমাম, এবং যারা আমাকে অনুসরণ করে তাদের জন্য সত্যের আলো।
- তিনিই সেই কলিমা যা বিশ্বাসীদের ওপর অপরিহার্য করা হয়েছে।
- **যে তাঁকে ভালোবাসবে, সে আমাকে ভালোবাসবে;
- যে তাঁকে রাগাবে, সে আমাকে রাগাবে।
- হে মুহাম্মাদ! এই সুসংবাদটি আলীকে পৌঁছে দাও...”**

📖 (সূত্র: হিলায়াত আল আওলিয়া, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭)

আমাদের প্রিয় ইমাম আলী ইবনে মুসা আর-রেজা (আ.) সূরা ফাতিরের (আয়াত ১০) "কলিমা তাইয়্যিবা" সম্পর্কে বলেছেন:

📖 "আল্লাহর নিকট পবিত্র ও কল্যাণকর বাক্য (কলিমা তাইয়্যিবা) উঠে যায়।"

🔹 এই বাক্য হল: “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল এবং আলী (আ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিভাবক (ওয়ালি), এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ন্যায়সঙ্গত খলিফা। তাঁদের (আহলুল বাইতের) খলিফারা আল্লাহর খলিফা।”

📖 (সূত্র: তাফসীর ইমাম হাসান আল-আস্কারি (আ.), পৃষ্ঠা ১৮৪)

উপসংহার:

✅ আমরা বলতে পারি:

ইমাম আলী (আ.)-এর ওয়ালায়াত গ্রহণ করা এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আহলুল বাইতের (অর্থাৎ বাকি ১১ জন ইমামদের) অনুসরণ করা কলিমা তাইয়্যিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এটি আমাদের জন্য আল্লাহর বিজয়ী দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পাসপোর্টস্বরূপ। এটি আমাদের আল্লাহর নেয়ামত, অনুগ্রহ এবং নৈকট্য লাভের যোগ্য করে তোলে।

আমাদের উচিত আমাদের মজলিস ও আলোচনাকে আহলুল বাইতের (আ.) স্মরণে সুসজ্জিত করা, যাতে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আমাদের প্রতি সর্বদা রহমতের দৃষ্টি দেন।

আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাদের সত্য ইমামদের দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এবং আমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন।

পরকালে (কিয়ামতের দিন) আমাদেরকে আল্লাহর একত্ববাদ, নবুওত, আসমানি কিতাবসমূহ ও ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি, ইমাম আলী (আ.)-এর ওয়ালায়াত সম্পর্কেও প্রশ্ন করা হবে, আমাদের প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদিস অনুযায়ী।

🔹 আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) আমাদের রহমত দান করুন এবং সরল পথে অবিচল রাখুন। আমীন। 🤲

Maqtab e Thaqalayn

maqtabethaqalayn.com

ওয়েবসাইট লিংক ক্লিক

ফেসবুক পেইজ লিংক ক্লিক

বিভিন্ন তথ্য এবং pdf টেলিগ্রাম লিংক ক্লিক

ইসলামিক ভিডিও দেখতে ইউটিউব লিংকে ক্লিক করুন

ইসলামি সফরে একটিভ থাকতে আমাদের গ্রুপে যুক্ত হউন

Allama Mashuque Ali Asif Ali Imamy